দৈনিক খবর

তারিখ 06 JUL 1992
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

সিনেট সভায় উপাচার্য

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ১০টি নতুন বিভাগ ও ২টি ইনস্টিটিউট

খোলার প্রস্তাব অনুমোদিত

গত ২৮শে জুন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের দশম বার্ষিক সভা উপাচার্য প্রফেসর রফিকুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে প্রশাসনিক ভবনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্যের ভাষণের পর বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন সিনেট সদস্য এস এম ফজলুল হক, প্রফেসর আবদুল মান্নান, ডঃ মঈনুল ইসলাম, ডঃ আফতাব আহমেদ, এডভোকেট মোঃ নূরুল আমিন, ডঃ মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, এ কে এম মঞ্জুর মোরশেদ আরজু, মোহিতুল আলম, আবদুল গফুর, ডঃ জহিরুল হক, মঞ্জুরুল আমিন চৌধুরী, হাসান আজিজুল হক, হায়াত হোসেন, মুনির আহমেদ চৌধুরী, প্রফেসর হামিদা বানু, অধ্যক্ষ রেজাউল কবির, মোক্তার আহমেদ, মোহাম্মদ আবদুল বাসিত, প্রফেসর রশিদ উদ্দিন আহমেদ, প্রফেসর জিয়া হায়দার, ডঃ মোহাম্মদ আবদুল মালেক চৌধুরী, আনোয়ারুল আজিম আরিফ, ডাঃ নূরুল আমিন, সৈয়দ আহমেদ বাকের, প্রফেসর আলী ইমদাদ খান, মিজানুর রহিম, বেগম রোজী কবির এমপি ও হাসানুজ্জামান চৌধুরী।

ভাষণে উপাচার্য বলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পুনঃ উন্নয়ন প্রকল্পে দশটি নতুন বিভাগ ও দু'টি ইনস্টিটিউট খোলার প্রস্তাব 'একনেক' কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের গবেষণা কাজে সহায়তা দানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে একটি বিশেষ অনুদান পাওয়া গেছে। ফোর্ড ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় গ্রামীণ অর্থনৈতিক কার্যক্রম নামক প্রকল্পটির কাজ অনেকদিন বন্ধ থাকার পর সম্প্রতি পুনরায় চালু হয়েছে। ইনস্টিটিউট অব ম্যারিন সায়েন্সের গবেষণা বিষয়ক একটি প্রকল্প অর্থনৈতিক সম্পদ বিভাগের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

তিনি বলেন, বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় নির্মাণাধীন ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রির ভৌত নির্মাণ কাজের ৬৫৮·০০ লাখ টাকার দ্বিতীয় উন্নয়ন প্রকল্পটির কাজ এ মাসেই শেষ হবে। ফরেস্ট্রি ইনস্টিটিউটের উপরিউক্ত প্রকল্পের মধ্যে দক্ষিণ ক্যাম্পাসের প্রান্ত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ সীমানা পর্যন্ত যাওয়ার একমাত্র সড়কটি নির্মাণের কাজও অন্তর্ভুক্ত। এ প্রসঙ্গে আপনাদের অবগতির জন্য আরও জানাতে চাই যে, চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রির ১১৪০·০০ লাখ টাকার উন্নয়ন প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। অপ্রতুল হলেও এ সমস্যার সমাধানকল্পে দীর্ঘদিন থেকে বন্ধ হয়ে থাকা শহীদ আবদুর রব হলের নির্মাণ কাজ শিঘ্রই শুরু করা হচ্ছে। স্থানাভাবে যথার্থরূপে সংরক্ষণ করা যাচ্ছে না বিধায় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রচুর বই-পত্র নষ্ট হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে লাইব্রেরী ভবনের দ্বিতীয় তলা নির্মাণের কাজ আমরা শীঘ্রই শুরু করতে যাচ্ছি। লাইব্রেরীতে বই-পত্র ও জার্নালের সংখ্যা বাড়াতেও আমরা যত্নবান হবো। লাইব্রেরী ভবনের দ্বিতল নির্মিত হলে বিশ্ববিদ্যালয় যাদুঘরের স্থানাভাবও অনেকটা দূরীভূত হবে।

উপাচার্য বলেন, দক্ষিণ ক্যাম্পাস থেকে শামসুন্নাহার হলের নতুন ভবন পর্যন্ত যে কাঁচা রাস্তাটি রয়েছে তা পাকা করার প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন থেকে অনুভূত হচ্ছে। এ কাজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে একটি বিশেষ অনুদান পাওয়া গেছে। কাজটি শীঘ্রই শুরু করা হচ্ছে। বর্তমান প্রশাসনিক ভবনে স্থানাভাব অত্যন্ত তীব্র। উঠা-নামার ব্যবস্থাও সুখকর নয়। দু'টি লিফট্ ও অতিরিক্ত দু'টি সিঁড়ির ব্যবস্থাসহ এ ভবনটির পঞ্চম তলা নির্মাণ কাজ শুরু করা হবে। ভবনটিকে আধুনিক ও রুচিসম্মত করে সাজাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রশাসনিক ভবনের নীচতলায় শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য ক্যাফেটেরিয়ার ব্যবস্থা করার কথাও আমরা চিন্তা করছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পুরনো ভবনের মেরামতি কাজের জন্য ইতিমধ্যে সরকার থেকে ১ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। উক্ত প্রকল্পের অধিকাংশ মেরামতি কাজ ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। ২৯শে এপ্রিল ১৯৯১-এর প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিধ্বস্ত ভবন, সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত ও পুনঃ নির্মাণের জন্য ২০০·০০ লাখ টাকার একটি বিশেষ প্রকল্প ১৯৯২-৯৩ সালের এডিপিতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে বলে জানা গেছে।

উপাচার্য বলেন, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন নির্ভরশীলতা অনেক বেশী। বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয় বিধায় ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীদের অনেককে দূর-দূরান্ত থেকে এখানে অধ্যয়ন ও কাজ করতে আসতে হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সমস্যায় জর্জরিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আলাদা ট্রেন সার্ভিস প্রবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও এ সমস্যার বিশেষ সুরাহা হয়নি। আমার ধারণা, সরকারও এ সমস্যা সম্পর্কে সচেতন। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি অনুদান হিসেবে আমাদেরকে দু'টি বাস দিয়েছেন। আশা করি, পরিবহন সমস্যা দূরীকরণে সরকার থেকে আমরা আরও সাহায্য পাবো।

উপাচার্য উল্লেখ করেন শহর থেকে দূরে অবস্থানের কারণে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নতমানের চিকিৎসা সুবিধা থাকা দরকার। লোক সংখ্যার তুলনায় এখানকার চিকিৎসা সুবিধা অপর্যাপ্ত। আমাদের মেডিক্যাল সেন্টারটির আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। চিকিৎসা কাজের সুবিধার্থে অচিরেই বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সেন্টারে এক্সরে মেশিনসহ আনুষঙ্গিক কিছু সুবিধা বাড়াবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শহরে বসবাসরত শিক্ষকদের চিকিৎসা সুবিধা বর্ধনের জন্য একটি এ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা হলে শহরে একটি মেডিক্যাল কমপ্লেক্স তৈরীর পরিকল্পনা আমাদের আছে। শহরে বসবাসরত শিক্ষক-কর্মকর্তাদের পরিবারের চিকিৎসা সুবিধা বর্ধনের জন্য একজন মহিলা ডাক্তার নিয়োগ দানের ব্যবস্থা নেয়া হবে। ছাত্রীদের আবাসিক সমস্যা নিরসনের জন্য একটি মহিলা হল এবং শ্রেণী কক্ষ ও শিক্ষকদের বসার কক্ষসহ শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য একটি একাডেমিক ভবন নির্মাণের কথাও আমরা সক্রিয়ভাবে চিন্তা করছি। শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসিক সমস্যা নিরসনকল্পেও পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন। টেলিফোন যোগাযোগের বর্তমান দুরবস্থা কাটিয়ে উঠার জন্যও বিশেষভাবে চেষ্টা করা হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাধুলা ও শরীর চর্চার জন্য আরও সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো প্রয়োজন। শহীদ আবদুর রব সড়কে বাতি লাগাবার কথাও আমাদের বিবেচনায় আছে। এ সড়কটির দু'পাশে খাল খনন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ পথের সৌন্দর্য বর্ধনের কথাও আমরা ভাবছি। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সৌন্দর্য বাড়াবার জন্য বনায়ন, ফুলের বাগান ও পার্ক তৈরীর কথাও আমাদের বিবেচনায় আছে।